প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ২০ – অনুগ্রহ করে প্রেরিত ২৪ + ২৬ অধ্যায় এবং আবার প্রেরিত ৯ + ১৬ অধ্যায় পাঠ করুন।

থিম: সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহ নিখুঁত হিসাবরক্ষক। আল্লাহ তাঁর মহাবিশ্বের সবকিছু রেকর্ড করেন।

প্রসঙ্গ: তিনজন সরকারি কর্মকর্তা, ফীলিক্স, ফীস্ট এবং আগ্রিপ্প, কথিত অপরাধের জন্য হযরত পৌলকে বিচারের জন্য দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রতিটি পরীক্ষার শেষে, রোমে সরকারের পর্যালোচনা করার জন্য পরীক্ষার শেষে একটি রেকর্ড লেখা হয়েছিল। তিনজন সরকারি কর্মকর্তা যা চিনতে ব্যর্থ হন তা হল স্পষ্ট সত্য যে তাদের একই সাথে মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দ্বারা পরীক্ষা করা হচ্ছে! এই লোকেরা একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে পৃথিবীতে তাদের সমগ্র জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি চিন্তা, কথা এবং কাজের জন্য হিসাব দিতে। এটি সকল মানুষের জন্য সত্য এবং আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত।

১৯ নং অধ্যায় পর্যালোচনা: যিনি আগে থেকেই জানেন যে কখন প্রতিটি মোরগ ডাকবে এবং কখন প্রতিটি চড়ুই মাটিতে পড়বে তার সাথে আমরা কী করতে যাচ্ছি? ঈসার সাথে আমরা কি করতে যাচ্ছি যখন তিনি আমাদেরকে সঠিক মালিক হিসাবে আমাদের সমস্ত জীবন দিতে বলেন?

আল্লাহর অসীম শক্তি এবং জ্ঞান সম্পর্কে গভীরভাবে এবং সঠিকভাবে চিন্তা করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ভাল হতে পারে। আমাদের শেষ পাঠে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম যে ঈসা তাঁর সমস্ত মহাবিশ্বের প্রতিটি পাখির কিচিরমিচির আগে থেকেই জানতেন। এই পাঠে আমরা শিখব যে কেবল ঈসাই তাঁর মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু জানেন না তবে সমস্ত মানুষ তাদের অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য একটি হিসাব দেবে।

আজকের পাঠে আমরা বিস্মিত হতে থাকব এবং সত্যের দ্বারা অভিভূত হব যে সবকিছুই খোলা আছে। তাঁর চোখ যাকে আমাদের হিসাব দিতে হবে।

- ইবরানী ৪:১২-১৩ আল্লাহ্‌র কালাম জীবন্ত ও কার্যকর এবং দু'দিকেই ধার আছে এমন ছোরার চেয়েও ধারালো। এই কালাম মানুষের দিল-রূহ্‌ ও অস্থি-মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের দিলের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে। সৃষ্টির কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে লুকানো নেই। যাঁর কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে তাঁর চোখের সামনে সব কিছুই খোলা এবং প্রকাশিত।

অবশ্যই, আমরা সবাই জানি যে প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ সেই ব্যক্তির জন্য অনন্য। কেউ অন্য ব্যক্তির আঙুলের ছাপ শেয়ার করে না। নিম্নলিখিত মহান সত্য সম্পর্কে আমাদের প্রায়শই এবং গম্ভীরভাবে চিন্তা করা উচিত: আমরা যা স্পর্শ করি তা একটি অনন্য চিহ্ন রেখে যায়, আমাদের স্বতন্ত্র চিহ্ন, যা এমনকি মানব বিজ্ঞানীরাও সেই ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে পারেন যিনি সেই মুদ্রণটি রেখে গেছেন।

আমরা কি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু ভাবি, বলি বা করি তা একটি অনন্য মুদ্রণ রেখে যায় যা সর্বজ্ঞ আল্লাহর দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়?

যে কোনো ব্যক্তির জন্য যিনি "পুনরায় জন্মগ্রহণ করেননি" এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ একটি নতুন অতিপ্রাকৃত হৃদয় দিয়েছেন , এই ভয়ঙ্কর সত্যটি হওয়া উচিত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চিন্তা যা তাদের মনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু, আল্লাহর "নবজাত" সন্তানের জন্য, আমাদের করুণাময় ত্রাণকর্তা, ঈসা মসীহ, তাঁর মৃত্যুকে প্রত্যেকের জন্য সম্পূর্ণ শাস্তি দিতে যথেষ্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র আল্লাহর বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গুনাহ এবং বিদ্রোহের কাজ।

- রোমীয় ৮:১ যারা মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না।

- কলসীয় ২:১৩-১৪ তোমরা তো গুনাহের দরুন এবং খৎনা-না-করানোর দরুন মৃত ছিলে, কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের মসীহের সংগে জীবিত করেছেন। তিনি আমাদের সব গুনাহ্‌ মাফ করেছেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে দলিল ছিল তার সমস্ত দাবি-দাওয়া সুদ্ধ তা বাতিল করে দিয়েছেন। সেই দলিল তিনি ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে নাকচ করে ফেলেছেন।

- ইবরানী ৮:১২ সেইজন্য আমি তাদের অন্যায় মাফ করব, তাদের গুনাহ্ আর কখনও মনে রাখব না।”

- ইবরানী ১০:১৬-১৮ মাবুদ বলেন, “পরে আমি তাদের জন্য যে ব্যবস্থা স্থাপন করব তা হল, আমার শরীয়ত আমি তাদের দিলে রাখব এবং তাদের মনের মধ্যে তা লিখে রাখব।” এর পরে পাক-রূহ্ বলেছেন, “আমি তাদের গুনাহ্ ও অন্যায় আর কখনও মনে রাখব না।” তাই আল্লাহ্ যখন গুনাহ্ ও অন্যায় মাফ করেন তখন গুনাহের জন্য কোরবানী বলে আর কিছু নেই।

- জবুর ১০৩:১২ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক যত দূরে, আমাদের সব গুনাহ্ তিনি তত দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু, অনেক, সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা ঈসা মসীহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সম্পর্কে কী?

একজনকে এই উপসংহারে আসতে হবে যে একজনের জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রতিটি গুনাহের হিসাব দিতে হলে তাদের হৃদয়কে ভয়ে পূর্ণ করতে হবে। মনে রাখবেন আমাদের "আঙ্গুলের ছাপ" প্রতিটি চিন্তা, শব্দ বা কর্মের উপর! মানব হৃদয়কে বুঝতে কি ভয় পাওয়া উচিত যে, যদি একজনের গুনাহ ঈসার কোরবানি এবং রক্তপাত দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তবে একজনের সমস্ত গুনাহ পর্যালোচনা করে এবং ক্রমাগত মৃত্যু এবং যন্ত্রণার গুনাহের শাস্তি দিতে হবে। ত্রাণ বা ক্ষমা!

প্রেরিত ৯ এবং ১৬-এ আমরা স্বাধীনতা, ক্ষমা, নাজাত, আনন্দ এবং ভালবাসার কথা পড়েছি যারা কয়েকজনের হৃদয়ে নিয়ে এসেছিল যারা তাদের দোষী এবং সঠিকভাবে মৃত্যুর যোগ্য হওয়ার আশাহীন অবস্থান দেখেছিল এবং ঈসা মসীহকে ভালবাসতে এবং বিশ্বাস করতে বেছে নিয়েছিল। সর্বোপরি, এই কয়েকজন বুঝতে পেরেছিল যে তাদের একমাত্র আশা ছিল ঈসা মসীহের উপর আস্থা রাখা যিনি তাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করার জন্য মৃত্যুর সর্বোচ্চ কোরবানি হয়েছিলেন। এই সত্য তাদের হতাশা এবং আতঙ্ককে পরিপূর্ণ আনন্দ এবং এমন একজন ত্রাণকর্তার প্রতি ভালবাসায় পরিণত করেছে!

- প্রেরিত ৯:৫-৬ শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, আপনি কে?” তিনি বললেন, “আমি ঈসা, যাঁর উপর তুমি জুলুম করছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।”

- প্রেরিত ১৬:৪ পরে তাঁরা সেই সব শহরগুলোর মধ্য দিয়ে গেলেন এবং জেরুজালেমের সাহাবীরা ও জামাতের নেতারা যে কয়েকটা নিয়ম ঠিক করেছিলেন তা লোকদের জানালেন আর সেই সব নিয়ম পালন করতে বললেন।

- প্রেরিত ১৬:২৯-৩১ তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।”

এটি আমাদের আজকের পাঠের পুরুষদের কাছে নিয়ে আসে: ফেলিক্স, ফেস্টার এবং আগ্রিপা। এই লোকেরা ঠিক একই সত্য শুনেছিল যা শৌল/পৌল, লুদিয়া এবং ফিলিপীয় জেলার শুনেছিল। ঈসা মসীহ সম্পর্কে এই তথ্য তাদের প্রতিক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কি লিখিত ছিল?

- প্রেরিত ২৪:২৫ পৌল যখন সৎভাবে চলা, নিজেকে দমনে রাখা এবং রোজ হাশরের বিষয়ে বললেন, তখন ফীলিক্স ভয় পেয়ে বললেন, “তুমি এখন যাও; সময়-সুযোগ মত আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।”

- প্রেরিত ২৬:২৪-২৭ পৌল এইভাবে যখন নিজের পক্ষে কথা বলছিলেন তখন ফীষ্ট তাঁকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে বললেন, “পৌল, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি অনেক পড়াশোনা করেছ আর সেই পড়াশুনাই তোমাকে পাগল করে তুলেছে।” তখন পৌল বললেন, “মাননীয় ফীষ্ট, আমি পাগল নই। আমি যা বলছি তা সত্যি এবং যুক্তিপূর্ণ। বাদশাহ্ তো এই সব বিষয় জানেন এবং আমি তাঁর সংগে খোলাখুলিই সব কথা বলতে পারি। আর এই কথা আমি নিশ্চয় জানি যে, এর কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নি, কারণ এই সব ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি। বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।”

- প্রেরিত ২৬:২৮-৩২ তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, “তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ঈসায়ী করবার চেষ্টা করছ?” পৌল বললেন, “সময় অল্প হোক বা বেশী হোক, আমি আল্লাহ্র কাছে এই মুনাজাত করি যে, কেবল আপনি নন, কিন্তু যাঁরা আজ আমার কথা শুনছেন তাঁরা সবাই যেন আমার মত হন্ত কেবল এই শিকল ছাড়া।” তখন বাদশাহ্ উঠলেন এবং তাঁর সাথে সাথে প্রধান শাসনকর্তা ফীষ্ট ও বর্ণীকী এবং যাঁরা তাঁদের সংগে বসে ছিলেন

> সবাই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁরা সেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন এবং একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি মৃত্যুর শাস্তি পাবার বা জেল খাটবার মত কিছুই করে নি।" আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "এই লোকটি যদি সম্রাটের কাছে আপীল না করত তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া যেত।"

এই লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে তারা হযরত পৌলকে বিচার করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর দ্বারা তাদের বিচার করা হচ্ছে। সত্যের মুখোমুখি হলে তারা কী করবে? আল্লাহর প্রিয় পুত্র ঈসা মসীহকে যখন তাদের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল তখন তারা কী করবে?

ফীলিক্স দেরি করলেন। ফীষ্ট উপহাস করলেন। আগ্রিপ্প বললেন (অর্থাৎ) "এটা অবশ্যই সত্য। আমি প্রায় রাজি, কিন্তু ঈসাকে অনুসরণ করার মূল্য আমার পক্ষে বহন করা অসম্ভব।"

তারা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের "আঙ্গুলের ছাপ" তাদের সিদ্ধান্তের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ তার বইগুলিতে এটি লিখেছিলেন।

দুটি বই আছে যেখানে সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহ, নিখুঁত বিচারক, সবকিছু লিখে রাখেন: ১) জীবনের বই। ২) মৃত্যুর বই।

প্রত্যাখ্যানের সেই বিন্দু থেকে যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তা হ'ল ভয়ঙ্কর শাস্তি এবং জাহান্নামে অনন্ত মৃত্যু বহন করা। কত দুঃখজনক। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু হতে পারে না।

প্রকাশিত কালাম ২০:১২-১৪
তারপর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মৃত লোকেরা সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর কতগুলো কিতাব খোলা হল। তার পরে আর একটা কিতাব খোলা হল। ওটা ছিল জীবন্তকিতাব। এই মৃত লোকদের কাজ সম্বন্ধে সেই কিতাবগুলোতে যেমন লেখা হয়েছিল সেই অনুসারেই তাদের বিচার হল। যে সব মৃত লোকেরা সমুদ্রের মধ্যে ছিল, সমুদ্র তাদের তুলে দিল। এছাড়া মৃত্যু ও কবরের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল, মৃত্যু ও কবর তাদেরও ফিরিয়ে দিল। প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে বিচার করা হল। পরে মৃত্যু ও কবরকে আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।

আমরা কি ধীরে ধীরে পৌলের স্পষ্টতার সাথে দেখতে শুরু করেছি যে, মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, বলে বা করে তাতে কী তার "অনন্য আঙ্গুলের ছাপ" বহন করে?

সমস্ত মানুষ একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এবং তাদের হয় নিন্দিত বা নিন্দার বিচার করা হবে। যদি দোষী সাব্যস্ত না হয়, সেই ব্যক্তিকে কখনই তাদের জীবদ্দশায় করা গুনাহের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। যদি নিন্দা করা হয়, এই লোকেদের আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং প্রতিটি গুনাহ স্বীকার করার জন্য ডাকা হবে, তাদের সম্পূর্ণ অপরাধ স্বীকার করবে এবং সম্পূর্ণ গুনাহের ঋণ পরিশোধের শাস্তি পাবে। এই নিন্দিতরা তাদের প্রাপ্য মজুরি পাবে।

- রোমীয় ৬:২৩ গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু,

প্রিয় পাঠকগণ, কোন বইতে আপনার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা একেবারেই চিরন্তন গুরুত্বপূর্ণ! জীবনের বই অথবা মৃত্যুর বই। এটি আপনার জন্য, আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য, আপনার বন্ধুদের জন্য, আপনার পরিচিতদের জন্য, আপনি যাদের মধ্যে কাজ করেন তাদের জন্য কোনটি হবে?

আল্লাহ শুধু মোরগ ডাকার আগে, কখন মোরগ ডাকবে এবং কতক্ষণ ডাকবে, তা জানেন না, কিন্তু তিনি সবই জানেন যা আপনি কখনও ভাববেন, বলবেন বা করবেন।

এই স্পষ্ট সত্য আমাদের জন্য খুব ভারী! এই সত্য আমাদের ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে চূর্ণ করবে, যদি না আমরা আবার জন্মগ্রহণ করি এবং আমাদের ত্রাণকর্তা, ঈসা মসীহের জন্য একটি অতিপ্রাকৃত ভালবাসা না দিই, যিনি প্রতিটি গুনাহের মূল্য পরিশোধের জন্য মারা গিয়েছিলেন। এই জ্ঞান অতিপ্রাকৃত কৃতজ্ঞতা উৎপন্ন করে এবং সমস্ত ভয়কে দূর করে দেয়!

তদুপরি, এই অবিশ্বাস্য সত্যটি আমাদেরকে প্রতিটি শক্তি এবং উত্সাহ দিতে হবে যাকে আমরা সম্ভাব্য সকলকে জিজ্ঞাসা করতে পারি: আপনার মৃত্যুর পরে, কোন বইটির পাতায় আপনার নাম লেখা থাকবে?

আমরা এই পাঠটি শেষ করার আগে, আমাদের অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বজ্ঞতা সম্পর্কিত সত্যের "অন্য শাখার" উপর পূর্ণ ওজন দিতে হবে। আল্লাহ শুধুমাত্র প্রতিটি গুনাহই রেকর্ড করেন না, তবে তিনি প্রতিটা চিন্তা, কথা বা কাজকে খুশি

করার জন্য রেকর্ড ও পুরষ্কার দিতেও অবিশ্বাস্যভাবে সন্তুষ্ট হন যা আমাদের মধ্যে যারা "পুনর্জন্ম" হয়েছে তাদের মধ্যে স্থাপন করা পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা সূচনা এবং পূর্ণ হয়েছে।

এই অকল্পনীয় পুরস্কার দেখতে কেমন? পৌল, পাকরূহের মাধ্যমে, আমাদের উত্সাহের জন্য নিম্নলিখিত অবিশ্বাস্য সত্যের সাথে দুর্দান্ত বিস্ময়ের সাথে আমাদের চোখ খোলেন:

- রোমীয় ৮:১৪-১৭ কারণ যারা আল্লাহ্‌র রূহের পরিচালনায় চলে তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান। তোমরা তো গোলামের মনোভাব পাও নি যার জন্য ভয় করবে; তোমরা আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে পেয়েছ যিনি তোমাদের সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা আল্লাহ্‌কে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকি। পাক-রূহ্‌ও নিজে আমাদের দিলে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। আমরা যদি সন্তানই হয়ে থাকি তবে আল্লাহ্‌ তাঁর সন্তানদের যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন আমরা তা পাব। মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা পাবেন আর আমরাও তাঁর সংগে তা পাব, কারণ আমরা যদি মসীহের সংগে কষ্টভোগ করি তবে তাঁর সংগে মহিমারও ভাগী হব।

- ২ করিন্থীয় ৫:৯-১১ সেইজন্য আমরা শরীরের ঘরে বাস করি বা না করি, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রভুকে খুশী করা। এর কারণ হল, মসীহের বিচার-আসনের সামনে আমাদের সকলের সব কিছু প্রকাশ করা হবে, যেন আমরা প্রত্যেকে এই শরীরে থাকতে যা কিছু করেছি, তা ভাল হোক বা খারাপ হোক, সেই হিসাবে তার পাওনা পাই। প্রভুকে ভয় করি বলে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে মানুষের মনে ঈমান জন্মাবার চেষ্টা করি। আমরা যা, তা তো আল্লাহ্‌র কাছে স্পষ্ট এবং আমি আশা করি তোমাদের বিবেকের কাছেও তা স্পষ্ট।

- মথি ৫:১২ তোমরা আনন্দ কোরো ও খুশী হোয়ো, কারণ বেহেশতে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। তোমাদের আগে যে নবীরা ছিলেন লোকে তাঁদেরও এইভাবে জুলুম করত।

- মথি ৬:৪ যেন তোমার দান করা গোপনে হয়। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

- মথি ৬:৬ কিন্তু তুমি যখন মুনাজাত কর তখন ভিতরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরো এবং তোমার পিতা, যাঁকে দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, তাঁর কাছে মুনাজাত কোরো। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

- মথি ১০:৪১ কোন নবীকে যদি কেউ নবী বলে গ্রহণ করে তবে নবী যে পুরস্কার পাবে সে-ও সেই পুরস্কার পাবে। একজন আল্লাহ্‌ভক্ত লোককে যদি কেউ আল্লাহ্‌ভক্ত লোক বলে গ্রহণ করে তবে আল্লাহ্‌ভক্ত লোক যে পুরস্কার পাবে সে-ও সেই পুরস্কার পাবে।

- মথি ১০:৪২ যে কেউ এই সামান্য লোকদের মধ্যে একজনকে আমার উম্মত বলে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি দেয়, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সে কোনমতে তার পুরস্কার হারাবে না।”

- লূক ৬:৩৫ কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের মহব্বত কোরো এবং তাদের উপকার কোরো। কিছুই ফেরৎ পাবার আশা না রেখে ধার দিয়ো। তাহলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে, আর তোমরা আল্লাহ্‌তা’লার সন্তান হবে, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ এবং দুষ্টদেরও দয়া করেন।

- ১ করিন্থীয় ৩:৮ যে বীজ লাগায় আর যে পানি দেয় তাদের উদ্দেশ্য একই, কিন্তু প্রত্যেকে যার যার পরিশ্রম হিসাবে পুরস্কার পাবে,

- ১ করিন্থীয় ৩:১৪ যে যা গড়ে তুলেছে তা যদি টিকে থাকে তবে সে পুরস্কার পাবে;

- কলসীয় ৩:২৩-২৫ তোমরা যা-ই কর না কেন, তা মানুষের জন্য নয় বরং প্রভুর জন্য করছ বলে মনপ্রাণ দিয়ে কোরো, কারণ তোমরা তো জান, প্রভু তাঁর বান্দাদের জন্য যা রেখেছেন তা তোমরা পুরস্কার হিসাবে তাঁরই কাছ থেকে পাবে। তোমরা যাঁর সেবা করছ তিনি হযরত মসীহ্‌। যে অন্যায় করে সে তার ফল পাবে। প্রভুর চোখে সবাই সমান।

- ইবরানী ১০:৩৫ সেইজন্য তোমরা সাহস হারায়ো না, কারণ এর পুরস্কার খুব মহৎ।

- ইবরানী ১১:৬ ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্‌র কাছে যে যায়, তাকে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্‌ আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়।
- ইবরানী ১১:২৬ তিনি মিসরের ধন-সম্পত্তির চেয়ে মসীহের জন্য অপমানিত হওয়ার মূল্য অনেক বেশী মনে করলেন, কারণ তাঁর চোখ ছিল পুরস্কারের দিকে।
- ২ ইউহোন্না ১:৮ তোমরা সতর্ক থাক, যাতে তোমাদের পরিশ্রমের ফল না হারিয়ে তোমরা পুরস্কারের সবটাই লাভ করতে পার।
- প্রকাশিত কালাম ২২:১২ ঈসা বলছেন, "দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি এবং প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে দেবার পুরস্কার আমার সংগেই আছে।

আমরা শুধুমাত্র মিষ্টিভাবে অন্যদের ইউহোন্নার সত্য বলার মধ্যে অনেক চিরন্তন ধন খুঁজে পাব ইউহোন্না ৩:১৬ এবং মালাখি ৩:১৬-এ লিপিবদ্ধ পুরস্কারের সমান্তরাল প্রতিশ্রুতিও মহা আনন্দের সাথে মনে রাখবেন।

- ইউহোন্না ৩:১৬-১৭ "আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ্‌ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।
- মালাখি ৩:১৬-১৭ তখন যারা মাবুদকে ভয় করত তারা একে অন্যের সংগে কথাবার্তা বলল এবং মাবুদ তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। যারা মাবুদকে ভয় করত ও তাঁর বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করত তাদের স্মরণ করবার জন্য তাঁর সামনে একটা কিতাব লেখা হল। তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলছেন, "আমার নির্দিষ্ট করা দিনে তারা আমার নিজের বিশেষ সম্পত্তি হবে; তারা আমারই হবে। একজন লোক যেমন তার সেবাকারী ছেলেকে মমতা করে শাস্তি থেকে রেহাই দেয় তেমনি করে আমি তাদের রেহাই দেব।

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)